দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...18 AUG 2007 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪ .....

শিক্ষার হযবরল দশা

শিক্ষা বিভাগে ঘুষ-দুর্নীতির সিন্ডিকেট

বিগত ১৪-০৭-০৭ ইং তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত মোঃ মোফাজ্জল হোসেন সাহেবের শিরোনামে বর্ণিত পত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আশা করেছিলাম পত্রটি প্রকাশের পর পরই শিক্ষা ভবন ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ গণহারে গ্রেফতার হবে এবং দুর্নীতি দমন কমিশন তাদের সম্পদের হিসাব চাইবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় অদ্যাবধি চিঠিটির ব্যাপারে সরকার থেকে কোন তদন্ত করা হয়নি। ফলে আমরা হতাশ হয়েছি এবং শিক্ষা ভবনের দুর্নীতিবাজরা উল্লসিত হয়েছে। এমতাবস্থায় শিক্ষা ভবন ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়ে ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যৌথবাহিনী ও র‍্যাব দ্বারা গ্রেফতার এবং জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও শিক্ষা উপদেষ্টার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রণব কুমার দেব, *যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক সহকারী, শিক্ষক সমিতি, শেরপুর।*

দুর্নীতির রাহুগ্রাস শিক্ষা ভবন

বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোঃ মোফাজ্জল হোসেন বিগত ২১ মে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত দুর্নীতিবিরোধী সমাবেশে দুদক চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে শিক্ষা ভবনের ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সীমাহীন ঘুষ-দুর্নীতির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমলারা জানে না সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কতজন কোন্ বিষয়ের শিক্ষক রয়েছেন। শিক্ষাভবন ও এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তারাও জানে না এসব তথ্য। অথচ স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার ও শিক্ষা ভবনের ওয়েব সাইটে সংরক্ষণের জন্য সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের বিস্তারিত তথ্য নেয়া হয়েছে। অথচ বর্তমানে জানা গেল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার ও শিক্ষা ভবনের ওয়েব সাইটে কোন কিছুই সংরক্ষণ করা হয়নি।

মোফাজ্জল হোসেনের লেখালেখিতে বেসামাল শিক্ষা ভবন ও এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকদের তাদের সার্ভিস বুক, যোগদানপত্র, নিয়োগপত্র, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সমুদয় মূল সনদপত্র– প্রতিটির পাঁচ কপি সত্যায়িত ফটোকপিসহ পাঁচ দিনের মধ্যে জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়। ফলে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে পুরো এক সপ্তাহ একাডেমিক কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা ভবন ও এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের এসব কর্মকাণ্ডে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে– শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা ভবন এতদিন কি করেছে? তারা ঘুষ গ্রহণ ছাড়া কি আর কিছুই করেনি?

এমন শিক্ষকও আছেন যাঁরা ২৫/৩০ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন অথচ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা ভবন জানে না তারা কোন বিষয়ের শিক্ষক এবং তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতাই বা কি। এদের অনেকের চাকরির মেয়াদ আছে মাত্র ২/৩ মাস। মোফাজ্জল হোসেনের লেখালেখিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়/শিক্ষা ভবন এখন এদের বিষয় নির্ধারণ করে দেবে তারা কোন্ বিষয়ের শিক্ষক এবং তারা কি কি বিষয় পড়াবেন সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে– এসব শিক্ষকদের অধিকাংশই বিষয় নির্ধারণ অর্থাৎ পদায়নের পূর্বেই অবসরে চলে যাবেন! সেলুকাস, কী বিচিত্র এ দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কী বিচিত্র এ দেশের শিক্ষা ভবন!

পদায়নের নামে সবচেয়ে বেশি ভুলকি করেছে ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়। এ অফিস হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল প্রত্যেক প্রধান শিক্ষককে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যাবতীয় কাগজপত্র আঞ্চলিক কার্যালয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ে বসে ঐ জেলার জেলা শিক্ষা অফিসারের উপস্থিতিতে তথ্যাদি সত্যায়ন করতে হবে। এ পাগলামীর জন্য ময়মনসিংহ অঞ্চলের ৩৯টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ৬ জন জেলা শিক্ষা অফিসারসহ মোট ৪৫ জন কর্মকর্তা ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়ে মাইক্রো (রেন্ট-এ-কার) রিজার্ভ করে যাতায়াত বাবত সরকারী কোষাগার হতে গড়ে ১০,০০০/- টাকা করে মোট ৪ লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা অপচয় করেছেন। অথচ জেলা শিক্ষা অফিসারদের যাচাই করে কাগজপত্রাদি ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়ে পাঠালে বড়জোর খরচ পড়ত ৫শ' × ৬= ৩০০০ টাকা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা ভবন এসব পাগলামী সরকারী অর্থের অপচয় ও শিক্ষকদের হয়রানি করেই ক্ষান্ত হয়নি উপরন্তু তাদের অনিয়ম-দুর্নীতি ও অদক্ষতা দুদক চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে প্রকাশ ও পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির অপরাধে মোঃ মোফাজ্জল হোসেনকে জামালপুর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হতে ঠাকুরগাঁও সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে বিগত ৫ জুন 'স্ট্যান্ড রিলিজ' করে দিয়েছে।

এমতাবস্থায় দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলার জন্য স্বাধীনতার পর হতে অদ্যাবধি শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা ভবন ও এর আঞ্চলিক কার্যালয়ে যারা কর্মরত ছিল এবং যারা বর্তমানে কর্মরত আছে তাদের স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে বিচার ও যৌথবাহিনীর মাধ্যমে তাদের সম্পদ অনুসন্ধান করার জন্য সরকারের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শংকরী রানী দে তরফদার
(এমএ বিএ), কাউনিয়া, মশিউরনগর, ময়মনসিংহ।